প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন
প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

গঠনতন্ত্র

ভূমিকা

প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম - এর কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বা সিএসই বিভাগ তার ০৪/১১/২০১৭ তারিখের বিভাগীয় সভায় স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং কর্মরত বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক/শিক্ষীকাবৃন্দের মধ্যে পারস্পারিক আন্তরিকতা, সহমর্মিতা ও সহযোগীতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পারস্পারিক পেশাদারিত্ব উন্নয়ন এবং বিভাগের উৎকর্ষ সাধনে ভুমিকা রাখার প্রয়াসে "প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন” ইংরেজিতে "Computer Science and Engineering Alumni Association, PU", সংক্ষেপে "CSEAA-PU" নামক একটি সংগঠন করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়। উক্ত সভায় কামরুল হাসান, অ্যালামনাই, ২য় ব্যাচ কে আহবায়ক করে একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিকে একটি CSEAA-PU এর একটি গঠনতন্ত্র (প্রথম সংস্করন) প্রনয়ণ করার এবং এই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরবর্তী কমিটি তৈরী করে উক্ত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করার দায়িত্ব দেয়া হয়।

বিগত ২৯/০৩/২০২৩ তারিখে CSEAA-PU এর আহবায়ক কমিটির সভায় খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়নের নিমিত্তে কমিটির জনাব কে আহবায়ক এবং কিংশুক ধর, অ্যালামনাই, ৭ম ব্যাচ, মোহাম্মদ হাসান, অ্যালামনাই, ১৮ তম ব্যাচ কে সদস্য করে তিন সদস্য বিশিষ্ট ‘সংবিধান প্রনয়ণ কমিটি’ নামে একটি উপকমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিকে CSEAA-PU এর একটি গঠনতন্ত্র (প্রথম সংস্করন) প্রনয়ণ করার এবং এই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরবর্তী কমিটি তৈরী করে উক্ত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করার দায়িত্ব দেয়া হয়।

গঠিত উপকমিটির প্রদত্ত খসড়া গঠনতন্ত্রটি CSEAA-PU এর ১৪/০৪/২০২৩ তারিখের বার্ষিক সাধারণ সভায় সংশোধন করে গঠনতন্ত্রের প্রথম সংস্করন চূড়ান্ত করা হয় যা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ধারা-১:

অ্যাসোসিয়েশনের নাম ও ঠিকানা :

উপধারা

(ক) নাম:

অ্যাসোসিয়েশনের নাম হবে “প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন”, ইংরেজিতে "Computer Science and Engineering Alumni Association, PU", সংক্ষেপে "CSEAA-PU".

(খ) মনোগ্রাম:

প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (CSEAA-PU) এর একটি নিজস্ব মনোগ্রাম থাকবে।

(গ) প্রতিষ্ঠাকাল:

০৩ রা নভেম্বর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ (প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সম্মেলন এর এই তারিখ কে প্রতিষ্ঠাকাল হিসেবে গণ্য করা হবে)।

(ঘ) কার্যালয়:

প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েসন-এর কার্যালয় হবে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

(ঙ) ওয়েব সাইট:

প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি ওয়েব সাইট থাকবে, যেখানে অ্যাসোসিয়েশন সংক্রান্ত সকল তথ্য থাকবে। এই ওয়েব সাইটটি প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত হবে এবং এতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন তথ্য সন্নিবেশিত হবে।

(চ) সংজ্ঞা:

১. এই গঠনতন্ত্রে ব্যবহৃত 'অ্যাসোসিয়েশন' বলতে "প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন” কে বুঝাবে।

২. এই গঠনতন্ত্রে ব্যবহৃত বিশ্ববিদ্যালয়' বলতে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় কে বুঝাবে।

ধারা-২:

অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

”প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন” একটি গুরুত্বপূর্ণ অরাজনৈতিক ও কল্যাণমূখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিম্লোক্ত উদ্দেশ্য সমূহ সাধনের লক্ষ্যে পরিচালিত হবে :

(১) প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখা;

(২) প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিচিতির সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সেতুবন্ধন তৈরি করা এবং সবার মধ্যে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাব জাগরুক রাখা;

(৩) অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশালা, প্রদর্শনী, পুনর্মিলন ও ভ্রমনের আয়োজন করা;

(৪) আসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্যে কেউ সামাজিক বা স্বাস্থ্যগত বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলে তাঁর সার্বিক সাহায্যে এগিয়ে আসা;

(৫) কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের আর্থিক

সহায়তা দান ও বিভাগের উন্নয়নে সর্বাত্মক ভূমিকা রাখা;

(৭) জাতীয় দুর্যোগ এবং দেশ ও সমাজের প্রয়োজনে কাজ করার একটি কল্যাণ তহবিল গঠন করা এবং তহবিলের অর্থে জনকল্যাণমূলক কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(৮) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(৯) উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা

ধারা-৩:

সাংগঠনিক কাঠামো:

এই অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক কাঠামো নিম্লোক্ত ৩ (তিন) টি পর্ষদ নিয়ে গঠিত হবে:

ক. সাধারণ পর্ষদ

খ. নির্বাহী পর্ষদ

গ. উপদেষ্টা পর্ষদ

ধারা-৪:

অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা:

প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী যে কোন প্রাক্তন শিক্ষার্থী অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সদস্য হতে পারবেন। এই অ্যাসোসিয়েশনে নিম্নোক্ত পাঁচ শ্রেনীর সদস্য থাকবেন: সাধারণ সদস্য, জীবন সদস্য, সহযোগী সদস্য, দাতা সদস্য ও সম্মানী সদস্য।

উপধারা

(ক) সাধারণ সদস্যঃ

উপরিল্লিখিত ডিগ্রীধারী যে কোন ব্যক্তি এই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সদস্য হতে পারবেন।

(খ) অজীবন সদস্য:

এককালীন নির্ধারিত চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে একজন সাধারণ সদস্য অজীবন সদস্য হতে পারবেন। উল্লেখ থাকে যে, একজন সাধারণ সদস্য কমপক্ষে ৫ বছর পর অজীবন সদস্য হতে পারবেন।

(গ) সহযোগী সদস্য:

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র ছিলেন না অথচ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন বা আছেন এমন শিক্ষকগণ নির্ধারিত চাঁদা প্রদানের মাধমে এই অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগী সদস্য হতে পারবেন।

(ঘ) দাতা সদস্য:

সদস্যদের (সাধারণ, জীবন ও সহযোগী) মধ্য হতে এককালীন নূন্যতম ১০,০০০/- টাকা চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে দাতা সদস্য হতে পারবেন।

(ঙ) সম্মানী সদস্য:

কার্যকরি কমিটি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং তথা এই অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ খ্যাতনামা কোন ব্যক্তিকে এই অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করতে পারবেন।

(চ) সদস্যদের অধিকার:

সম্মানী ও সহযোগী সদস্য ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল সাধারন সদস্যগণ কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে এবং নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন।

(ছ) সদস্যদের চাঁদা:

দেশে অবস্থানরত প্রত্যেক সাধারণ/সহযোগী সদস্যের রেজিস্ট্রেশন ফি হবে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা এবং বিদেশে অবস্থানরত প্রত্যেক সাধারণ/সহযোগী সদস্যের রেজিস্ট্রেশন ফি হবে ১০ (দশ আমেরিকান ডলার)।

২. প্রত্যেক সাধারণ/সহযোগী সদস্যকে বার্ষিক চাঁদা ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা দিতে হবে।

৩. সাধারণ বা সহযোগী সদস্যগণ এককালীন ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদানের মাধ্যমে অজীবন সদস্য হতে পারবেন।

8. সম্মানী সদস্যদের কোন চাঁদা পরিশোধ করতে হবেনা।

(জ) সদস্য হওয়ার প্রক্রিয়া:

ধারা- ৪ এর শর্তাধীনে যে কোন ব্যক্তি এই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হতে হলে নির্ধারিত সদস্য ফরম পূরণ করে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের বরাবরে জমা দিবেন। আবেদনের পর উক্ত প্রার্থীকে একটি ID নাম্বার সম্বলিত সদস্য নিশ্চিতকরণ রশিদ দেওয়া হবে। এই অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েব সাইট চালু করার পর অনলাইনে ও আবেদন করে সদস্য হওয়া যাবে।

(ঝ) সদস্যপদ বাতিল:

(১) কোন সদস্য স্বেচ্ছায় সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে চাইলে তিনি নির্বাহী পরিষদের নিকট লিখিত আবেদনের মাধ্যমে সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে পারবেন।

(২) কোন সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হলে বা অ্যাসোসিয়েশনের নিয়ম ভঙ্গ করলে অথবা অ্যাসোসিয়েশনের সুনাম ভঙ্গের কাজ করলে অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যেদের অনুমোদনক্রমে তাঁর সদস্য পদ সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বাতিল বা স্থগিত করতে পারবেন।

(৩) একবার সদস্যপদ বাতিল বা সাময়িকভাবে বাতিল হলে তা পূনর্বহালের ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের থাকবে।

(ঞ) সদস্যপদ পূনর্বহাল :

কোন কারণে কারো সদস্যপদ বাতিল হলে তিনি পুনরায় সদস্য ফি ও বার্ষিক চাঁদা প্রদান করে সদস্যপদ লাভের জন্য অ্যাসোসিয়েশনের নিকট আবেদন করলে সাধারণ পরিষদের সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে সদস্যপদ পূনর্বহাল হবে।

ধারা- ৫:

উপদেষ্টা পরিষদ গঠন, ক্ষমতা ও দায়িত্ব::

ক. উপদেষ্টা পরিষদ ৫ সদস্য বিশিষ্ট হবে।

খ. বিভাগের প্রধান পদাধিকার বলে প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

গ. বিভাগের মনোনীত দুজন শিক্ষক ও সদ্য প্রয়াত নির্বাহী কমিটির দুজন সিনিয়র সদস্য উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হবেন।

ঘ. উপদেষ্টা পরিষদ মূলত দৈনন্দিন কাজে অংশ নিবেন না। তবে কার্যনির্বাহী কমিটি তাদের নিয়মিত সিদ্ধান্ত উপদেষ্টা পরিষদকে অবহিত করবেন। সিদ্ধান্তের মৌখিক ও নৈতিক অনুমোদনে ঘাটতি থাকলে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে উপদেষ্টা পরিষদের কাছে দায়ী থাকবেন।

ঙ. উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা সভাপতির অনুমতিক্রমে/ অনুরোধক্রমে সাধারণ সভা, নির্বাহী সভা কিংবা বর্ধিত সভায় অংশ নিতে পারবেন। সাধারণত প্রতি কার্যনির্বাহী কমিটি তাদের মেয়াদকালে কমপক্ষে দুইবার উপদেষ্টা পরিষদের সাথে বসবেন।

ধারা-৬:

সাধারণ পর্ষদের গঠন, ক্ষমতা ও দায়িত্ব:

ক. সাধারণ পরিষদ আসোসিয়েশনের সকল সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।

খ. সাধারণ পরিষদ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবে এবং এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

বলে গণ্য হবে।

গ. সাধারণ পরিষদ নির্বাহী পরিষদ গঠন ও নির্বাচন করবে।

ঘ. সাধারণ পরিষদ গঠনতন্ত্রের অনুমোদন, সংশোধন ও পরিবর্তন করতে পারবে।

ধারা-৭:

নির্বাহী পরিষদের গঠন, ক্ষমতা ও দায়িত্ব:

উপধারা

(ক) নির্বাহী পরিষদের কাঠামো:

১. অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী পরিষদের নিম্নোক্ত ২১ (একুশ) টি পদে মোট ৪৩ (তেতাল্লিশ) জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।

২. নির্বাহী পরিষদ গঠন হবে নিম্নরূপ :

সভাপতি ১ জন
সহ-সভাপতি ৩ জন
সাধারণ সম্পাদক ১ জন
কোষাধ্যক্ষ (বিভাগকর্তৃক মনোনীত অ্যালামনাই শিক্ষক) ১ জন
যুগ্ম সম্পাদক ৩ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক ১ জন
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ৩ জন
বিজ্ঞান ও গবেষণা সম্পাদক ১ জন

দপ্তর সম্পাদক (বিভাগকর্তৃক মনোনীত অ্যালামনাই শিক্ষক) ১ জন

সহ-দপ্তর সম্পাদক ৩ জন

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ১ জন

তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক ১ জন

প্রশিক্ষণ সম্পাদক ১ জন

সাহিত্য ও ম্যাগাজিন সম্পাদক ১ জন

আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ১ জন

সাংস্কৃতিক সম্পাদক ১ জন

ক্রীড়া সম্পাদক ১ জন

সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ১ জন

জেন্ডার সমতা বিষয়ক সম্পাদক ১ জন
পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন সম্পাদক ১ জন

সদস্য ১৫ জন

৩. গঠনের তারিখ হতে নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ হবে দুই বছর। সাধারণতঃ এই সময়কাল ইংরেজি বর্ষপুঞ্জী অনুযায়ী (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) সম্পন্ন হবে।

(খ) নির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব:

১. অ্যাসোসিয়েশনের সকল প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক পরিচালনা,

কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদের সার্বিক ক্ষমতা থাকবে।

২. নির্বাহী পরিষদ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সরকারের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে।

৩. অ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪. গঠনতন্ত্রের কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে তা ব্যাখা করবে।

৫. নির্বাহী পরিষদ প্রয়োজন অনুসারে এক বা একাধিক উপ কমিটি গঠন করতে পারবে।

৬. নির্বাহী কমিটির পদে থাকা কোন ব্যক্তি পর পর দুইটি মিটিংয়ে উপস্থিত না থাকলে কারণদর্শানো হবে। পরবর্তী মিটিংয়েও অনুপস্থিত থাকলে কমিটি বিবেচনায় নিয়ে পদ থেকে অব্যাহতি দিতে পারবেন।

৭. বদলি, পদত্যাগ বা অন্য কোন কারণে নির্বাহী পরিষদের কোন কর্মকর্তার নির্বাহী সদস্যপদ শূন্য হলে উক্ত অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাহী পরিষদ সাধারণ/জীবন সদস্যদের মধ্যে থেকে সর্বোচ্চ তিন জনকে কো-অপ্ট করতে পারবে এবং মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকবে।

৮. অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনের জন্য নির্বাহী পর্ষদ নির্বাচন কমিশন গঠন করবে।

ধারা-৮:

নির্বাহী পর্ষদের বিভিন্ন পদের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব:

১. সভাপতি: সভাপতি হবেন এই অ্যাসোসিয়েশনের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। তিনি অ্যাসোসিয়েশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তিনি সভা আহবান করার জন্য সাধারণ সম্পাদককে পরামর্শ দেবেন। সাধারণ সম্পাদক সভা আহবানে অপরাগ হলে বা জরুরী সভা ডাকার প্রয়োজন হলে সভাপতি সভা আহবান করবেন।

২. সহ-সভাপতি: তিনি সভাপতির কাজে সহায়তা করবেন এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে ১নং সহ-সভাপতি, তাঁর অনুপস্থিতিতে ২নং সহ-সভাপতি, তার অনুপস্থিতিতে ৩নং সহ- সভাপতি ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. সাধারণ সম্পাদক: সাধারণ সম্পাদক অ্যাসোসিয়েশনের সার্বিক কাজের তত্বাবধায়ন ও সম্পাদনার দায়িত্বে থাকবেন। সভাপতির পরামর্শক্রমে সভা আহবান করবেন এবং সভার কার্যবিবরনী লিপিবদ্ধ করবেন। তিনি সাধারণ পরিষদের সভায় অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবেন। তিনি সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা নগদ নিজের কাছে রাখতে পারবেন ও ব্যয় করতে পারবেন।

৪. কোষাধ্যক্ষ: কোষাধ্যক্ষ অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল রক্ষক বলে বিবেচিত হবেন। তিনি অ্যাসোসিয়েশনের বাজেট প্রণয়ন, আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ ক্যাশবই লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করবেন। তিনি বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সাধার

৫. যুগ্ম সম্পাদক: সাধারণ সম্পাদকের কাজে সহায়তা করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ১নং ও ২নং এবং ৩নং যুগ্ম সম্পাদক (অনুপস্থিতির ক্রমানুসারে) ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৬. সাংগঠনিক সম্পাদক: সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক যাবতীয় কাজে সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন।

৭.	সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকঃ সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সাংগঠনিক সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন।

৮.	বিজ্ঞান ও গবেষণা সম্পাদকঃ বিজ্ঞান ও গবেষণা বিষয়ক সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করবেন।

৯. দপ্তর সম্পাদক: দাপ্তরিক ও যোগাযোগ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করবেন এবং অ্যাসোসিয়েশনের সভার কার্যবিবরণী বহি, নোটিশ বহিসহ সকল রেজিস্ট্রার (ক্যাশবই ব্যতীত) সংরক্ষণ করবেন। তিনি অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় দলিল পত্র, ফাইল, সম্পত্তি ইত্যাদির সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধায়নের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন।

১০. সহ-দপ্তর সম্পাদকঃ সহ-দপ্তর সম্পাদক দপ্তর সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন।

১১. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক: অ্যাসোসিয়েশনের সার্বিক কর্মকান্ডের ও কর্মসূচীর প্রয়োজনীয় প্রচার, পূনর্মিলনী ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সুভ্যেনীর বা বুকলেট, গবেষণা ইত্যাদি প্রকাশনার ব্যবস্থা করা সহ অ্যাসোসিয়েশনের ও সদস্যদের তথ্য সম্বৃদ্ধ একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত হালফিল ও সংরক্ষণ করবেন।

১২. তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদকঃ সংগঠন পরিচালনার জন্য তথ্য সংরক্ষণ, প্রচার ও ব্যবহারে প্রযুক্তির বিবিধ ব্যবহার সম্পন্ন করা এ পদের কাজ।

১৩. প্রশিক্ষণ সম্পাদকঃ সেমিনার, কর্মশালা আয়োজন করে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে কাজ করবেন।

১৪. সাহিত্য সম্পাদক: অ্যাসোসিয়েশনের সাধারন সভা বা অন্য কোন সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সুভ্যেনীর বা কোন পুস্তিকা প্রকাশের জন্য লেখা সংগ্রহ ও তার প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন।

১৫. আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক: অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষা এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করে সংগঠনের পক্ষে প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করবেন। বহি:বিশ্বে সিএসই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

১৬. সাংস্কৃতিক সম্পাদক: অ্যাসোসিয়েশনের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা, বার্ষিক পুনর্মিলনী বা বার্ষিক সাধারণ সভাসহ সময়ে সময়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কর্মসূচীতে সাংস্কৃতিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন।

১৭. ক্রীড়া সম্পাদক: অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে যাবতীয় ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং সংগঠনের গৃহীত বিভিন্ন বিনোদনমূলক কর্মসূচী (ক্রীড়া সংক্রান্ত) বাস্তবায়ন করবেন।

১৮. সমাজ কল্যান সম্পাদক: অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গৃহীত কর্মসূচীর নির্ধারিত আলোকে সমাজসেবামূলক দায়িত্ব পালন করবেন।

১৯. জেন্ডার সমতা বিষয়ক সম্পাদকঃ নারীরাও যাতে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে সমাজে বিশেষ অবস্থান তৈরি করতে পারেন এবং প্রযুক্তির বিবিধ ব্যবহার যাতে নারীবান্ধব হয় - সে লক্ষ্যে কাজ করবেন।

২০. পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন সম্পাদকঃ তথ্যপ্রযুক্তির নানাবিধ ব্যবহার যাতে পরিবেশ, প্রকৃতি বান্ধব হয়ে টেকসই উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে - সে লক্ষ্যে কাজ করবেন। বিশেষত তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সম্পাদকের প্রতিটি পদক্ষেপকে পরিবেশের নিরিখে যাচাই করবেন।

২১.	নির্বাহী সদস্য: সকল সভায় উপস্থিত হওয়া, সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা, সংগঠনের কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সার্বিক সহায়তা এবং নির্বাহী পর্ষদ কর্তৃক কোন দায়িত্ব অর্পিত হলে তা পালন করবেন।

ধারা-৯:
নির্বাচন:

১. নির্বাহী পর্ষদ তিন সদস্য বিশিষ্ট একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও দুই জন নির্বাচন কমিশনার সমন্বয়ে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবে এবং নির্বাচন কমিশন নির্বাহী পর্ষদের নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা করবে, তবে নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না।

২. বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাহী পর্ষদের নির্বাচন হবে।

৩. নির্বাহী পর্ষদ নির্ধারিত সদস্য ফি/চাঁদা পরিশোধ (হালফিল) পূর্বক যাঁরা সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন, তারাই নির্বাচনের দিন ইলেক্টরাল কলেজ বা নির্বাচক মন্ডলী হিসেবে গণ্য হবেন। নির্বাচনী তফসীল ঘোষণার পর যারা সদস্য হবেন তারা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

৪. নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং অ্যাসোসিয়েশনের সার্বিক সহায়তা সহ যে কোন সদস্যের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

৫. সাধারণত নির্বাহী পর্ষদ গঠনে সমঝোতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। সমঝোতায় ব্যর্থ হলে নির্বাচনের দিন উপস্থিত সদস্যদের এক বা একাধিক প্যানেলের মাধ্যমে কন্ঠ, হস্ত অথবা গোপনীয় প্রত্যক্ষ ভোটে একটি নির্বাহী পর্ষদ গঠিত হবে।

৬. প্রতি দুই বছর পর অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী পর্ষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অনিবার্য কারণবশত: নির্ধারিত সময় যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হয় সেক্ষেত্রে সাধারণ সভার অনুমোদন স্বাপেক্ষে উক্ত মেয়াদ সর্বোচ্ছ ১(এক) বছর বরধিত করা যেতে পারে।

৭. নির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য পরপর দুইবারের বেশি নির্বাচন করতে পারবেন না।

৮. নির্বাচনের ব্যাপারে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ধারা-১০:

সভা অনুষ্ঠান:

উপধারা

(ক) সাধারণ পর্ষদের সভা:

১. ন্যুনতম বছরে একবার সাধারণ পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হবে। তবে জরুরী প্রয়োজনে একের অধিক জরুরী সভা আহ্বান করা যাবে এবং ৭ (সাত) দিন পূর্বে লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই জরুরী সাধারণ সভা করা যাবে।

২. স্বাভাবিক নিয়মে বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত না হলে বা কোন প্রকার অনাস্থা প্রস্তাব বা সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিবেচনার্থে বা জরুরী প্রয়োজনে কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুরোধক্রমে সভাপতি জরুরী সাধারণ সভা ডাকতে পারবেন।

৩. সাধারণ সভার দিন বা অন্য কোন দিন সদস্যদের সমন্বয়ে ও পরিবার পরিজনসহ পুনর্মিলনীর আয়োজন করতে পারবে।

৪. সাধারণ সম্পাদক সকল সভার বিজ্ঞপ্তি দিবেন। তবে যে কোন জরুরী সভা বা সভাপতির পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক কোন সভা ডাকতে ব্যর্থ হলে সভাপতি জরুরী সভা ডাকতে পারবেন।

৫. সাধারণ পর্ষদের বার্ষিক সাধারণ সভা নামে অভিহিত হবে এবং সদস্য ফি বা চাঁদা পরিশোধকৃত তালিকাভুক্ত অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের এক-পঞ্চমাংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে। সাধারণ সভায় অ্যাসোসিয়েশনের আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ ও বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হবে।

৬. সাধারণ সংখ্যাধিক্যমতকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হবে, তবে সকল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সমঝোতাকে বা মতৈক্যকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৭. ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কোন সদস্য সাধারণ পর্ষদের সভায় উপস্থিত হতে পারবে।

৮. কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোরাম যথেষ্ট বিবেচিত হবে, তবে সাধারণ পর্ষদ বা নির্বাহী পর্ষদের কোন সভা কোরামের অভাবে অনুষ্ঠিত হতে না পারলে মূলতবী সভা কোরাম ছাড়াই অনুষ্ঠিত হতে পারবে এবং এক্ষেত্রে সভার বিজ্ঞপ্তির সময়সীমা অপরিবর্তিত থাকবে।

৯. গঠনতন্ত্র সংশোধন বা বিলুপ্তির কোন প্রস্তাব মূলতবী সভায় বিবেচনা করা যাবে না।

(খ) নির্বাহী পর্ষদের সভা

১. নির্বাহী পর্ষদের সভা সাধারণভাবে প্রতি বছর কমপক্ষে তিনটি অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য ন্যূনতম ১৫ (পনের) দিন পূর্বে লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে নির্বাহী পর্ষদের অতিরিক্ত জরুরী সভা ডাকা হবে। নির্বাহী পর্ষদ যে কোন সময় সভার আয়োজন করতে পারবে।

২. ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কোন সদস্য নির্বাহী পর্ষদের সভায় উপস্থিত হতে পারবে।

৩. নির্বাহী পর্ষদের জন্য এক-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।

ধারা-১১:

তহবিল সংগ্রহ, গঠন ও পরিচালনা:

উপধারা

(ক) তহবিল সংগ্রহ ও গঠন:

সদস্যদের নিকট থেকে সংগৃহীত ফি বা চাঁদা বা সুভ্যেনীয় বা সংকলনের জন্য বিজ্ঞাপন ছাড়া ও নির্বাহী পর্ষদের অনুমোদনক্রমে নির্বাহী পর্ষদ বা পর্ষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সংস্থা/সংগঠনের কাছ থেকে অনুদান গ্রহণ করতে পারবেন বা তহবিল গঠন করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বা আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবেন, তবে সরকারের প্রদত্ত কোন অনুদানের জন্য এরূপ কোন অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

(খ) তহবিল পরিচালনা:

১. প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন নামে নির্বাহী পর্ষদের মনোনীত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকে একটি ব্যাংক একাউন্ট থাকতে পারে।

২. ব্যাংক একাউন্ট, বা একাউন্টসমূহ থেকে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যে কোন দুই জন এর যুগ্ম স্বাক্ষরে লেনদেন সম্পন্ন হবে।

৩. অ্যাসোসিয়েশনের কাজে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকার উর্ধ্বে ব্যয়ের জন্য নির্বাহী পর্ষদের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

৪. বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্যনির্বাহী পর্ষদ অ্যাসোসিয়েশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করবেন। তবে প্রয়োজনে স্বীকৃত অডিট ফার্ম কর্তৃক অ্যাসোসিয়েশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করা যেতে পারে।

(গ) বার্ষিক চাঁদা প্রদানের নিয়ম:

প্রতি বছর ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে সদস্যগণ চাঁদা পরিশোধ করবেন।

(ঘ) আর্থিক বছর:

আর্থিক বছর হবে ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ধারা ১২:

গঠনতন্ত্রের সংশোধনী:

ক. গঠনতন্ত্রের কোনরূপ সংশোধনের প্রয়োজন হলে বার্ষিক সাধারণ সভা বা জরুরী সাধারণ সভার (কোন মূলতবী সভা নয়) কমপক্ষে এক মাস পূর্বে নির্বাহী পর্ষদের নিকট কোন সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবাকারে তা পেশ করতে হবে। নির্বাহী পর্ষদ মতামতসহ বা মতামত ছাড়া উক্ত প্রস্তাব সাধারণ সভায় বা জরুরী সাধারণ সভায় পেশ করবে।

খ. গঠনতন্ত্রের উক্তরূপ সংশোধন বা পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রয়োজন হলে তা কেবল বার্ষিক সাধারণ সভা বা জরুরী বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে গৃহীত হতে পারবে।

ধারা-১৩:

কার্যকারিতা:

“প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন” এর ১৪/০৪/২০২৩ তারিখের সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে প্রণীত এই গঠনতন্ত্র ০১/০৫/২০২৩ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।